দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস

অভিযোগের ভেতরের অভিযোগ

উৎপল ফেরদৌস

সরকারী দলের অঙ্গ-সংগঠন বলেই ছাত্রদলের কার্যকলাপ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত হয়ে আছে মূলতঃ সন্ত্রাসের কারণেই। বিগত কয়েক বছর ধরে এই কমিটি গঠনকে ঘিরেই যে কত সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই জগন্নাথ হল এবং জহুরুল হক হল দখলকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। প্রায় একই সময় তিনি আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সন্ত্রাসের কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত ঘোষণা করেন।

কিন্তু এ ঘটনা ছাত্রদলকে বা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের কতটুকু আলোড়িত কিংবা সাবধান করেছিল তা বর্তমান কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং হল দখল, পাল্টা-দখল, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এখন ছাত্র রাজনীতির রাজধানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্য রুটিন। সব সময় তটস্থ থাকতে হয় কখন কোন দিক থেকে গুলী ছোটে, কোন দিক থেকে ধেয়ে আসে ছাত্র নামধারী ক্যাডারের দল।

ছাত্রদলের এহেন কার্যকলাপে বিএনপির হাইকমান্ড কতটুকু অবহিত এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অধিকাংশ ছাত্রদল কর্মী এবং নেতারা বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি না থাকার কারণে সমস্যাগুলো হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখার অবকাশ রাখে। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিশেষ করে, চারি ক্যাম্পাস এলাকায় সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, ঘটনাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট খলনায়কদেরকে অধিকাংশেরই বিগত পাঁচ বছর ছাত্রদলের কোন কর্মসূচীতে দেখা যায়নি। কিংবা ছাত্রলীগ থেকে ছাত্রদলের সদ্য যোগদানকারী কিছু মুখোশধারী কর্মীরা ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছর রাজপথে থাকা ছাত্রদল কর্মীরা এসব অতিউৎসাহী নবাগতকর্মীদের কারণে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অছাত্র কিংবা সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ কিছু ছাত্রনেতা কর্মীদের নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দল বড় করার জন্য কিংবা হল দখলে রাখার জন্য এসব সুবিধাবাদী বহিরাগতদের নিয়ে রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করেছে। ঐসব সুবিধাবাদী কর্মীদেরকে নিয়ে কতিপয় অগ্রহণযোগ্য নেতা আসন্ন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবার 'পায়তারা' চালাচ্ছেন। ফলে মধুর কেন্টিন এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বহিরাগত মস্তানদের আড্ডাখানা।

উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব উত্তরে অবস্থিত 'ম' আদ্যাক্ষরের একটি আবাসিক হলের ছাত্র (?) দলের মহড়া ও মিছিলের অগ্রভাগে কয়েকজন লম্বা চুলে রাবার বাঁধা সন্ত্রাসীর আনাগোনা উপভোগযোগ্য। উক্ত হলের প্রকৃত ছাত্রদলকর্মীরা অধিকাংশেই এখনও হলে উঠতে পারেনি। অন্য দিকে হল নিয়ন্ত্রণ করছে অছাত্র বহিরাগত কিছু সুবিধাবাদী ক্যাডাররা। কিছু দিন আগে বিডিআর হল থেকে অস্ত্রসহ বেশ ক'জনকে গ্রেফতার করে। যার মধ্যে 'ক' আদ্যাক্ষরের একজন বহিরাগত ক্যাডারও ছিল। কিন্তু পরে পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাকে ছেড়ে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব উত্তরে অবস্থিত 'ম' আদ্যাক্ষরের একটি আবাসিক হলের ছাত্র (?) দলের মহড়া ও মিছিলের অগ্রভাগে কয়েকজন লম্বা চুলে রাবার বাঁধা সন্ত্রাসীর আনাগোনা উপভোগযোগ্য। উক্ত হলের প্রকৃত ছাত্রদলকর্মীরা অধিকাংশেই এখনও হলে উঠতে পারেনি। অন্য দিকে হল নিয়ন্ত্রণ করছে অছাত্র বহিরাগত কিছু সুবিধাবাদী ক্যাডাররা। কিছু দিন আগে বিডিআর হল থেকে অস্ত্রসহ বেশ ক'জনকে গ্রেফতার করে। যার মধ্যে 'ক' আদ্যাক্ষরের একজন বহিরাগত ক্যাডারও ছিল। কিন্তু পরে পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাকে ছেড়ে দেয়।

দিন কয়েক আগে পলাশীতে জহুরুল হক হলের ছাত্রদল কর্মীদের ভাঙচুরের ঘটনা পত্র-পত্রিকায় কিছুটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা হয়েছে। মূলতঃ একজন ছাত্রের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্র ধরে ঐ হলের সাধারণ সম্পাদক মিতুর নাম ভাঙিয়ে হলে অবস্থানরত কয়েকজন বহিরাগত এ ঘটনা ঘটিয়েছে। চাঁদাবাজি কিংবা অন্য কোন বড় কারণ এখানে জড়িত নয়।

ঐদিনকার ঘটনায় যাদের নাম পত্র-পত্রিকায় এসেছে তাদের একজন বহিরাগত অছাত্র। অথচ অন্য একটি হলের ছাত্র পরিচয়ে জহুরুল হক হলে থাকে। 'স' আদ্যাক্ষরের একজন শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ ক্যাডার বর্তমানে ছাত্রদলে যোগদান করে একজন নেতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে জহুরুল হক হলে থাকে। আর বাকিরা হয় ১ অক্টোবরের পরে নবাগত ছাত্রদল কিংবা বহিরাগ অছাত্র। অথচ ঘটনার পেছনের প্রকৃত নায়করা থেকে গেছে আড়ালে। মাঝখান দিয়ে হলের সম্পাদক মিতু গেছে ফেঁসে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্রদলকর্মী এ ঘটনার জন্য জহুরুল হক হল নিয়ন্ত্রণকারীদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত ঘটনা দুটো বিশ্লেষণ করলে অন্তর্কোন্দল এবং নেতৃত্বহীনতাকেই মূলতঃ দায়ী করতে হয় সাম্প্রতিক কার্যকলাপের জন্য।

হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করার গুঞ্জন ওঠায় বহিরাগতদের আনাগোনা আরও বেড়ে গেছে। এতে অনেকেই ছাত্রদলের কমিটি এদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে বলে মনে করছেন। যদিও বিএনপির বেশ ক'জন নীতি নির্ধারকরা সৎ, যোগ্য, ছাত্র এবং দক্ষ তরুণদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। যদি তাদের এ বক্তব্য অনুযায়ী কমিটি হয় তাহলে অধিকাংশ পুরানো নেতাদের নামই বাদ পড়ে। তারপরও তাদের প্রত্যাশা কতটা সফল হবে বিএনপি কর্তৃপক্ষই জানেন।

সাধারণ ছাত্রদল কর্মীদের এ প্রত্যাশা শুধু সফল হলেই নয়, মূলতঃ ছাত্রদল থেকে প্রকৃত রাজনীতি আশা করতে হলে প্রশাসনকে শক্ত হাতে চিহ্নিত নবাগত সুবিধাবাদী ক্যাডারদের দমন করতে হবে। ছাত্রদলের জন্য এমন একটি নীতি নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রকৃত ছাত্ররা ছাড়া সুবিধাবাদী ক্যাডাররা ছাত্রদলে এসে সংগঠনটির নামে কালিমা লেপে দিতে না পারে। আমার মনে হয় তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং ছাত্রদলের জন্য নিবেদিত কর্মীদের সমন্বয়ে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কমিটি তৈরী করলেই ছাত্রদলের কাঁধ থেকে সন্ত্রাস নামের এ ভূত দূর করা সম্ভব। কিন্তু সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার নামে গ্রুপিং নামক রাক্ষস যেন ছাত্রদলের ঘাড় থেকে বিদায় নিতে পারে।

শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়